সন্তান প্রতিপালনে নববী আদর্শ

বই | সন্তান প্রতিপালনে নববী আদর্শ
মূল | শাইখ আলি বিন নায়েফ
অনুবাদক | আব্দুল্লাহ ইউসুফ
প্রকাশক | রফিকুল ইসলাম

সন্তান প্রতিপালনে নববী আদর্শ

শাইখ আলি বিন নায়েফ

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

সন্তান প্রতিপালনে নববী আদর্শ

শাইখ আলি বিন নায়েফ

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ

রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরি / অক্টোবর ২০২২ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক

ruhamashop.com

rokomari.com

wafilife.com

মূল্য : ৯৪ টাকা

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৭৫১০৮২০০৮

ruhamapublication1@gmail.com

www.fb.com/ruhamapublicationBD

www.ruhamapublication.com

সূচিপত্র

ভূমিকা : সন্তানকে শিষ্টাচার শেখানো প্রয়োজন কেন? | ০৭

প্রতিটি যুগ ও জায়গায় নববি শিষ্টাচারই প্রমাণিত শ্রেষ্ঠ শিষ্টাচার-পদ্ধতি | ০৯

ইসলামি পরিভাষায় তারবিয়াতের পরিচয় | ১১

সন্তান প্রতিপালনে বাবা-মার ভূমিকা | ১৩

সন্তানের পরিচর্যা : অভিভাবকের দায়িত্ব | ১৬

ইসলামি শিষ্টাচারের পরিপূর্ণ রূপরেখা | ২০

বাবার জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা | ২৪

সৎ ও যোগ্য অভিভাবকের গুণাবলি | ২৮

- ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা | ২৮
- কোমলতা ও নম্রতা | ২৮
- দয়া | ৩০
- ক্রোধ দমন | ৩৩
- কোমলতা ও নমনীয়তা | ৩৫
- সবচেয়ে সহজতর বিষয়টি গ্রহণ (যদি গুনাহ না হয়) | ৩৬
- মধ্যম পন্থা অবলম্বন | ৩৭
- একাগ্রে উত্তম উপদেশ | ৩৯
- উত্তম আদর্শ এবং কথা-কাজে অভিন্নতা | ৪০
- ইলম | ৪৩
- আমানত | ৪৪

শক্তি ¦ ৪৬
ন্যায়পরায়ণতা ¦ ৪৮
আগ্রহবোধ ¦ ৫০
বিচক্ষণতা ¦ ৫৩
সততা ¦ ৫৫
সত্যবাদিতা ¦ ৫৬
প্রজ্ঞা ¦ ৫৮
আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক ¦ ৫৯
দারাজ দিল ও উচ্চ মনোবল ¦ ৬০
তিনিও ঘনিষ্ঠ হবেন এবং তাকেও অন্তরঙ্গ করে নেবে ¦ ৬২
বিপুল পাণ্ডিত্য ¦ ৬৩

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সন্তানকে শিষ্টাচার শেখানো প্রয়োজন কেন?

কেননা,

জান্নাতে প্রবেশ করার এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম আপনার সন্তান। তাই তাকে উত্তম শিষ্টাচার দিয়ে গড়ে তুলতে হবে।

এটি মহান ইবাদত এবং পার্থিব জীবনের উপভোগ্য সৌন্দর্য।

শুধু তা-ই নয়; বরং সন্তানকে শিষ্টাচার শেখানো শরিয়াহসিদ্ধ একটি আমল। যা আমাদের ওপর অর্পিত কর্তব্য। এমনকি অভিভাবকদের জন্য এটি ফরজে আইনও বটে।

পুরো উম্মাহ প্রতিটি নিশ্বাসে নিশ্বাসে যুবসমাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তাই যুবসমাজের সুষ্ঠু শিষ্টাচার খুবই জরুরি।

ইহকাল ও পরকালে বিভিন্ন কারণে আমরা আমাদের সন্তানদের প্রয়োজন বোধ করি।

মৃত্যুর পর সবকিছুর দুয়ার বন্ধ হয়ে গেলেও নেক সন্তানের নেক দুআর বারাকাহ বাবা-মার আমলনামায় ঠিকই পৌঁছায়।

আজকের শিশুই হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কান্ডারি। ফলে তার জন্য নববি আদর্শ ও শিষ্টাচার অতীব প্রয়োজন।

অবশ্যই প্রতিটি শিশু ফিতরাহ তথা সৃষ্টিগত উত্তম স্বভাব নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ফিতরাহ ঠিক রাখার জন্য নববি আদর্শ ও শিষ্টাচারের জুড়ি নেই।

একটি শিশুর জন্য আদর্শ শিষ্টাচারের প্রয়োজন হয় জীবনের সূচনা থেকেই।

এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা পিতামাতার ব্যাপারে সন্তানকে উপদেশ দেওয়ার পূর্বে সন্তানের ব্যাপারে পিতামাতাকে উপদেশ দিয়েছেন।

এটি একটি আবশ্যিক দায়িত্ব। যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা অভিভাবকদের জিজ্ঞাসা করবেন।

ছোটবেলায় শিষ্টাচারে অবহেলার কারণেই বড় হওয়ার পর অধিকাংশ অঘটন ও অনাচারের ঘটনা ঘটে।

সন্তানসন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য। তাই তাদেরকে নববি সাজে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রতিপালন করতে হবে।

সন্তানের উত্তম প্রতিপালন ও সুষ্ঠু শিষ্টাচার বাবার জন্য এবং পুরো সমাজের জন্য গর্বের ব্যাপার।

সন্তানকে উত্তম জীবনযাপন শেখানো বাবা-মার দায়িত্ব। নববি শিষ্টাচার তারই একটি উপকরণ।

ভারসাম্যপূর্ণ সঠিক তারবিয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা প্রতিনিয়তই নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হই। তাই ধৈর্যের সাথে সন্তানকে নববি শিষ্টাচার শেখানোর প্রয়োজনীয়তা ঢের বেশি।

এসব ছাড়াও নববি শিষ্টাচারের আরও মহান মহান গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক রয়েছে।

প্রতিটি যুগ ও জায়গায় নববি শিষ্টাচারই প্রমাণিত শ্রেষ্ঠ শিষ্টাচার-পদ্ধতি

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি প্রতিটি যুগে ও দুনিয়ার প্রতিটি অঞ্চলে সুস্পষ্ট প্রমাণিত যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ শিষ্টাচার-পদ্ধতিই সন্তান প্রতিপালনের সেরা পদ্ধতি। কারণ :

- আমরা রব্বে কারিমের প্রতি ইমান রাখি। সার্বক্ষণিক তাঁর তত্ত্বাবধানে আছি বলে বিশ্বাস করি। কিয়ামত, আখিরাত ইত্যাদি বিষয়গুলোও আমাদের ইমানের পরিধির বাইরে নয়। তা ছাড়া আমরা সাইয়িদুনা মুহাম্মাদ ﷺ-কে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করার চেষ্টা করি।

- রাসুল ﷺ-এর তারবিয়াত-পদ্ধতি বাস্তবিক ও প্রয়োগযোগ্য—কাল্পনিক কিছু নয়।

- বাবা-মা সার্বক্ষণিক নিজেদের ভূমিকা ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে ভাবে। যা তাদেরকে উত্তমভাবে সন্তান প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি করে তোলে আরও বেশি উৎসাহী।

- নববি শিষ্টাচারে শিশুর চারিত্রিক সংশোধনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও অশ্লীল কার্যকলাপে লিপ্ত হতে না পারার ব্যাপারে যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ-ব্যবস্থা রয়েছে। যা অন্যান্য শিশু প্রতিপালন-ব্যবস্থার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

- সাত বছর বয়স থেকেই সন্তানকে শরিয়তের বিভিন্ন বিধিবিধান পালনের প্রতি অভ্যস্ত করে তোলা হয়। বার্ধক্য পর্যন্ত এই ধারা চালু থাকে।

- ছোট বাচ্চা যেসব নেক আমল করে থাকে, বাবা-মার আমলনামায় সেগুলোর প্রতিদান যুক্ত হতে থাকে। অবশ্যই এটি আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ এবং নববি তারবিয়াতের একটি বিশেষত্ব।

- প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হওয়ার ভয় শিশুমনে সুদৃঢ়ভাবে গেঁথে দেওয়া হয় এবং ছোট-বড় যেকোনো প্রয়োজনে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

- রাসুল ﷺ-কে সন্তানের কাছে উত্তম আদর্শ হিসেবে পেশ করার ফলে সে তাঁর দ্বারাই নিজেকে প্রভাবিত করে।

- নববি শিষ্টাচার সন্তানের অন্তরে মাতাপিতার প্রতি সদাচার ও আনুগত্যের বীজ বপন করে।

- শিশুকে রুহ, দেহ, আকল ও কলবের প্রয়োজন পূরণে ভারসাম্য রক্ষা করতে শেখায়।

- এতে বাচ্চাদের অন্তরে সহিহ ও পরিশুদ্ধ আকিদার ভিত মজবুত হয়। ফলে সকল ভ্রান্ত মতবাদ ও সন্দেহ-সংশয় থেকে তাদের রক্ষা করা যায়।

- রাসুল ﷺ-এর শিষ্টাচার-পদ্ধতি যেমনিভাবে হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তেমনই এতে রয়েছে সততা, মানবজাতির দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ এবং মানুষকে আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহর দিকে আহ্বানের শিক্ষা।

- বাবা-মা দুজনের মাঝেই সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া আছে।

- শিশুদের মাঝে কোনো কল্পকাহিনি নয়; বরং বাস্তব ঘটনার প্রভাব পড়তে থাকে। যেমন : নবি-রাসুলদের ঘটনা, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত অতীতের বিভিন্ন সত্য কাহিনি এবং জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা ইত্যাদি।

ইসলামি পরিভাষায় তারবিয়াতের পরিচয়

ইসলামি পরিভাষায় তারবিয়াত কী? সন্তান প্রতিপালনের সাথে এর সম্পর্কও বা কী ধরনের?

ইসলামি পরিভাষায় তারবিয়াতের পরিচয় ব্যাখ্যা করেছেন অনেকেই। তবে সবচেয়ে সুন্দর ও চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন বাইজাবি ﵀। তিনি তার বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'তারবিয়াত হলো, ধীরে ধীরে কোনো কিছুকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া। তাইতো আল্লাহ তাআলা নিজেকে রব বলে ঘোষণা করেছেন।'[১]

রাগিব ইস্পাহানি ﵀ 'আল-মুফরাদাত' গ্রন্থে বলেছেন :

'(رَبّ) শব্দটি মূলত (تَرْبِيَة) শব্দ থেকেই এসেছে। যার অর্থ হচ্ছে, কোনো কিছুকে ধীরে ধীরে অস্তিত্ব দিয়ে পূর্ণতায় পৌছানো। তারবিয়াতের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, মানুষের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে ধার্মিক, চৈন্তিক ও চারিত্রিক শক্তির প্রবৃদ্ধি ঘটানো।'[২]

উল্লেখিত সংজ্ঞাদ্বয়ের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, তারবিয়াতের অর্থ হচ্ছে, সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই প্রায়োগিকভাবে একটু একটু করে সংশোধন, পরিমার্জন ও রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলে পূর্ণতায় পৌছে দেওয়া। অর্থাৎ ছোটবেলা থেকে বেড়ে ওঠার সাথে সাথে উপযুক্ত বয়স পর্যন্ত তার ভেতরে ক্রমে ক্রমে তারবিয়াতের অনুপ্রবেশ করানো।

১. আল-বাহরুল মাদিদ : ১/২৫, তাফসিরু আবিস সাউদ : ১/৯, তাফসিরুল আলুসি : ২/২৭৯, তাফসিরুল বাইজাবি : ১/৪।

২. মুফরাদাতু আলফাজিল কুরআন : ১/৩৭৫।

সুতরাং এ কথা প্রমাণিত যে, সন্তানের তারবিয়াত প্রতিটি বাবা-মা ও শিক্ষকদের ওপর ফরজ দায়িত্ব। কারণ, তাদের মাধ্যমেই তো একটি শিশুর হৃদয়ে ইমানের চারা জন্মাবে এবং কোমল হৃদয়ে আল্লাহর শরিয়াহর ভিত মজবুত হবে। এটি অভিভাবকদের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ আমানত ও আবশ্যিক দায়িত্ব। যা থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

'আমি আসমানমণ্ডলী, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হলো; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয়ই সে অতিশয় জালিম-অজ্ঞ।'[৩]

৩. সূরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৭২।